০৪-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল রাবণের শোক বাটিকা , যেখানে সবাই দুঃখী , এখন তোমরা রাবণকে দূর করছো, ফলে পুনরায় জয় জয়কার হবে, সবাই অশোক বাটিকায় চলে যাবে"

প্রশ্নঃ- প্রজাতে উঁচু পদের প্রাপ্তির আধার কি , তার দৃষ্টান্ত কি ?

উত্তর :- প্রজাতে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে তোমার কাছে যে এক মুঠো চাল রয়েছে সেসব সুদামার মতন বাবা কাছে অর্পণ করো। দেখানো হয়েছে না -- সুদামা যেমন এক মুঠো চাল দিয়ে মহল প্রাপ্ত করেছিল। বাকি রাজত্ব করতে হলে ভালো ভাবে পড়তে হবে, সম্পুর্ণ পবিত্র হতে হবে। নিজের সমস্ত কিছু ইনসিওর বা বীমা করতে হবে ।

গান :- অবশেষে সেই দিন এলো আজ ।

ওমশান্তি। পরম পিতা পরমাত্মাকে নাবিকও বলা হয়। নাবিক বোটম্যানকে বলা হয়। যে নৌকায় করে ঐপারে নিয়ে যায়। সুতরাং বাবা হলেন নাবিক, ঐপারে নিয়ে যান যিনি। মিথ্যা খন্ডে হয় মিথ্যা উপার্জন। সত্য খণ্ডের জন্যে এই হল সত্য উপার্জন, ওই হল মিথ্যা উপার্জন। এখন ভারত পতিত হয়েছে। ভারত কত বিশাল। দুনিয়াও কত বিশাল। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে -- পুরানো দুনিয়ায় রয়েছে পুরানো ভারত। আগামী কালের ভারত অথবা আগামী কালের দুনিয়া কেমন হবে ! তোমরা জানো এখন কত মানুষ আছে। কত খন্ড রয়েছে, কালকে নিশ্চয়ই ভারতই থাকবে। দৈবী রাজ্য হবে। সোনার দ্বারকা হবে। অর্থাৎ ভারতেই কৃষ্ণপুরী হবে। লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) থাকবেনা। সম্পুর্ণ লঙ্কা সোনার হয়না। ভারত সোনার হয়। লঙ্কা অর্থাৎ রাবণ রাজ্য শেষ হয়। ভারত দ্বারকায় পরিণত হয় যাকে কৃষ্ণপুরী বলা হয়। দ্বারকা অবস্থিত ভারতে। সোনার ভারত হয়। দ্বারকাও একটি রাজধানী হয়ে যায়। বলা হয় -- যমুনা নদীর তীরে দিল্লি পরীদের স্থান ছিল , যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ বাস করতেন। দ্বারকায় দ্বিতীয় রাজধানী হয়। যখন দ্বারকায় রাজত্ব চলে তখন লক্ষ্মী নারায়ণ থাকেন না।সেখানে অন্যদের রাজত্ব চলে। রাজধানী হল যমুনার তীরে। সেখানে অন্যদের রাজত্ব হয়না।

এখন তোমরা জানো এই সম্পুর্ণ পুরানো দুনিয়া ভারত সহ যা কিছু আছে, এই সব স্বাহা হয়ে যায়-- এই জ্ঞান যজ্ঞে। এ তো হল বৃহত্তম বেহদের যজ্ঞ, যাতে পুরানো সম্পুর্ণ দুনিয়া স্বাহা হতে হবে। এইসব বাচ্চাদের মনে থাকা উচিত। এ হল রাবণের কত বিশাল দুনিয়া। রামের এত বিশাল থোড়াই হবে। সেখানে তো ভারত হবে স্বর্গ -- অন্য খণ্ডের নাম গন্ধ থাকবেনা। এইসব হল বোঝার বিষয়, যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আজ হল পুরানো দুনিয়া -- কাল হবে নতুন দুনিয়া। তোমরা ব্রাহ্মণ বংশীরাই হবে দৈবী বংশী। এই ব্রাহ্মণরাই পড়াশোনা করে নম্বর অনুসারে বংশধারী হয়। এখন হল শূদ্র বংশী। শেষে বাবাকে আসতেই হয় -- এইসব দুনিয়ার লোক জানেনা।

বাবা প্রশ্নোত্তরের চিত্র (poster) খুব সুন্দর তৈরি করিয়ে ছিলেন , যার দ্বারা মানুষ পিতার পরিচয় প্রাপ্ত করতে পারে। কিন্তু সম্মুখে না বোঝালে কেউ বুঝবেনা। তোমাদেরই বাবা বলেন খারাপ শুনবেনা , খারাপ দেখবেনা...তারা তো এমন খেলনা বানরদের উপরে বানিয়েছে । তোমরাও বানর সম ছিলে। এখন তোমাদের চেহারা পাল্টেছে। যাদের ভিতরে পাঁচ বিকার আছে তাদেরই বানর বলা হবে। যেমন নারদের চেহারা দেখানো হয়েছে। সে বলেছিল আমি লক্ষ্মীকে বরণ করব -- তাকে বলা হয়েছিল আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নাও। এইসব হল কাহিনী । সমস্ত কিছু এখানকার কথা। কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি ? বাবা বলেন হ্যাঁ, প্রথমে বানরচরিত্র ত্যাগ কর - তাহলে কেন বরণ করতে পারবেনা।

বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান বানাচ্ছেন তারপর তোমাদের দ্বারা সকল আত্মাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে অথবা অশোক বাটিকায়ে নিয়ে যান। এইসময় সবাই রয়েছে শোক বাটিকায়। এখন তোমরা রাবণকে দূর করছ তারপরেই জয় জয়কার হবে। সবাই ভক্ত সবাই সীতা । একমাত্র রাম হলেন ভগবান। হে রাম! বলে ডাকাও হয়। বাস্তবে রাম শিববাবাকে বলা হয়। বাবা এসে বুঝিয়েছেন , রাম এসেই সকলের সদগতি করেন। স্বর্গে নিয়ে যান , যাকে রামরাজ্য বলা হয়। বাবা চিত্র খুব ভালো তৈরি করিয়ে ছিলেন। তোমাদের গীতা পাঠশালায় গিয়ে বোঝাতে হবে। আমরা লিখি পরম পিতা , তারপরে জিজ্ঞাসা করে পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ? নিশ্চয়ই বলবে তিনি হলেন আমাদের পিতা। আচ্ছা, যখন আমরা তাঁর ই সন্তান, তিনি হলেন বেহদের পিতা নতুন দুনিয়ার রচয়িতা তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই স্বর্গে বাস করা উচিত। এখানে নরকে পতিত দুনিয়ায় কেন রয়েছি ? লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য কেন নেই ? ভারতের কাছে স্বর্গের স্বরাজ্য ছিল তাইনা। এখন কলিযুগে রাবণ রাজ্য রয়েছে। তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিল না -- আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। রাজারাও ছিলেন ডবল মুকুটধারী। পবিত্রতার মুকুটও ছিল এবং রত্ন জড়িত মুকুটও ছিল। রামরাজ্য পরে হবে, তাহলে বুদ্ধিতে আসা উচিত যে ভারতে বরাবর এঁদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণ প্রথম নম্বরে রয়েছে। সত্যযুগে দিব্য গুণধারী মানুষ ছিল তাদেরই আবার ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এখন লক্ষ্মী নারায়ণ কোথায় রয়েছেন ? সবাই পতিত দুনিয়ায় আছেন তাইনা। তাদেরই বাবা বসে রাজ যোগ শেখাচ্ছেন, যাঁরা নিজের রাজত্ব হারিয়েছে, তাঁরাই পুনরায় রাজত্ব প্রাপ্ত করতে রাজযোগের শিক্ষা নেয় । তোমাদের স্মরণে আছে যে আমরা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে বাবার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। অর্ধকল্প সুখের রাজত্ব থাকে পরের অর্ধকল্প রাবনরাজ্যে দুঃখের রাজত্ব থাকে। এখন আমরা আবার শিক্ষা লাভ করছি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ভগবান পিতা এসে শিক্ষা প্রদান করেন। ভগবানুবাচ -- কোন্ ভগবান ? তারা তো কৃষ্ণের জন্যে বলে দেয়। তোমরা তো বলো একমাত্র ভগবান হলেন নিরাকার শিব। শ্রীকৃষ্ণ হলেন দেবতা, তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কি সম্পর্ক ? তিনি তো হলেন পিতা, তাইনা। একজন দাদা (ঠাকুরদা) অন্যজন বাবা (পিতা) । এইসময় তোমাদের দু'জন পিতা রয়েছেন । তৃতীয় জন হলেন দেহের পিতা। ওই দুইজন হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং শিববাবা। লৌকিক পিতার কাছে তোমরা দৈহিক বর্সা প্রাপ্ত করো , এখন পারলৌকিক পিতা বলছেন আমার কাছে বেহদের (অসীমের) বর্সা নাও। পরমপিতা পরমাত্মা এসে পতিতদের পবিত্র করেন , রাজত্ব করার যোগ্যতা প্রদান করেন। তৃতীয় প্রশ্ন করা হয় গীতার ভগবান কে ? মানুষ বলে শ্রীকৃষ্ণ । তোমরা বলো কৃষ্ণ গীতার ভগবান নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ভগবান বলা হবেনা। শিবকেই ভগবান বলা হবে কারণ উনি

হলেন নিরাকার এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার। সুতরাং ভগবান হলেন একমাত্র শিব। এই কথাটিও বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা হলে শিবশক্তি , সৈন্য বাহিনী। তোমরা বিকারের ত্যাগ করে , নির্বিকারী পবিত্র হয়ে নিজের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। তখন এই রাবণের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমরা নিজের রাজধানী স্থাপন করছো , আগামীকাল এর মালিক হবে। লক্ষ্মী নারায়ণ কে এই রাজত্ব কে দিয়েছেন ? আমরা বলবো ওনাদের রাজত্ব প্রদান করেছেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। যিনি বর্তমানেও দিচ্ছেন। শিববাবা বলেন পূর্বেও আমি তোমাদের এই রাজত্ব দিয়েছি , এখন আবার শেখাচ্ছি। এইসব শেষ হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তোমরা সেখানে সোনা হীরের মহল তৈরি করবে। রাজত্ব করবে। এটাই হল তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই আমরাই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হই। এটা হল উঁচু থেকে উঁচু পদ। তাঁদের কে এমন শিক্ষা দিয়েছেন ? নিশ্চয়ই উঁচু থেকে উঁচু পিতাই শিক্ষা দিয়েছেন। এখন পুনরায় রাজ যোগের শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে এই পদ লাভ হবে। তত ত্বম। ততক্ষনে সব ধর্মের বিনাশ হবে। ব্রহ্মা দ্বারা দৈবী ধর্মের স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ,তারপরে বিষ্ণু দ্বারা পালনা। লক্ষ্মী নারায়ণ পালনা করেন। এসবই হল বোঝার বিষয় ।

তোমাদের জীবনকে অমূল্য জীবন বলা হয়। শিববাবা দ্বারা তোমাদের লটারি প্রাপ্ত হয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়, সে পুরস্কার লাভ করে। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন প্রথম নম্বরে। এনাদের দৌড় তোমাদের চেয়ে বেশী। প্রথম নম্বরে হলেন ব্রহ্মা তারপরে সরস্বতী, একে যোগবলের দৌড় বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন সত্যযুগে প্রথমে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ বলা হবে। এখানে তো সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা, তাই সরস্বতী ব্রহ্মা বলা হবেনা। প্রথমে ব্রহ্মা পরে ওনার কন্যা সরস্বতী। জগৎপিতা ও জগতমাতা বলা হবে। এনারা স্ত্রী পুরুষ তো হবেন না। এঁরাই যখন সত্যযুগে যাবেন তখন নাম পরিবর্তিত হবে। প্রথমে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ এখানে প্রথমে ব্রহ্মা পরে সরস্বতী কারণ কন্যা তাইনা। এখন তোমরা জানো আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই , যত বেশী পুরুষার্থ করা হবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। তোমরা বেগার থেকে প্রিন্সে পরিণত হও। ভালো করে পড়াশোনা করলে রাজা হবে। ভালো করে পড়বেনা, পবিত্র থাকবেনা তো রাজত্ব প্রাপ্ত হবেনা। শিববাবা তো রাজত্বের বর্সা দেন। যদি কেউ রাজত্ব না নেয় , পবিত্র না থাকে তবে প্রজাতে চলে যায়। প্রজাতেও নম্বর অনুযায়ী আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করে প্রজাতে আমরা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবো কিভাবে ? তখন সুদামার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। এক মুঠো চালের পরিবর্তে মহল প্রাপ্ত হয়। এখানে যে এক মুঠো চাল দেয় সে ২১ জন্মের জন্যে মহল প্রাপ্ত করে। এ হল ইনসিওরেন্স। প্রত্যেকে নিজেদের ইনসিওর করে -- ভগবানের কাছে। ঈশ্বর অর্থে গরিবদের দান করে। কেউ অন্ন দেয় , কেউ ধন দেয় , কেউ বাড়িঘর বানিয়ে দেয়। ধার্মিক ব্যক্তি কিছু না কিছু অবশ্যই দান করবে, কারণ পাপ কর্ম অনেক করে তাই দান পুণ্য করে অর্থাৎ ইনসিওর করে, তাইনা। দানপুণ্য অনুসারে পরজন্মে ভালো গৃহে জন্ম হয়। ধরো কেউ হাসপাতাল বানাল তো পরজন্মে রোগে কম ভুগবে। কেউ বিশ্ব বিদ্যালয় বানাল তো পরজন্মে তার ফল পাবে। ভালো শিক্ষা লাভ হবে। এ সব হল ইনডাইরেক্ট দান পুণ্য করা। এখন বাবা ডাইরেক্ট বলছেন যত ইনসিওর করবে -- ২১ জন্মের জন্য ভবিষ্যতে প্রাপ্ত করবে। তারপর যত করতে পারো করো। বাবা হলেন দাতা (শুধু দিয়েই থাকেন) । শিববাবা কি করবেন। উনি তো বলেন সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য। মানুষ দরিদ্রকে দান করে তার প্রতিফল ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্ত করে। এখানেও শিববাবা বলেন -- তোমরা এক মুঠো চাল দিলে নতুন দুনিয়ায় ২১ জন্মের জন্য ফল প্রাপ্ত করবে। সে সূর্যবংশী রাজত্বই নাও বা চন্দ্রবংশী রাজত্ব । সে

বিত্তবান প্রজা হও বা গরিব প্রজা। শ্রীমৎ তোমরাই প্রাপ্ত করো। যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ রাজা রানী হয়ে যাও অথবা প্রজা। সেসব তো সাক্ষী হয়ে দেখে থাকো। বাবা বলেন -- তোমরা যা চাও প্রাপ্ত করো। বাবাকে ইনসিওরেন্স ম্যাগনেট বলা হয়। তিনি হলেন গুপ্ত।

এখন তোমরা জানো বাবা সম্মুখে এসেছেন -- আমাদের ২১ জন্মের বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিতে। যত ইনসিওর করবে , বাবা বলেন আমার সঙ্গে যুক্ত হলে তোমার রাজত্ব প্রাপ্তির অধিকার থাকবে। বাবার সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হওয়া যায় ? বলে যে বাবা আমাদের কাছে এইসব আছে। বাবা বলেন তোমরা তো বলো যে -- এইসবই ঈশ্বরের দান। তাই এমন ভেবোনা যে এইসব আমার। নিজের বলে আসক্তি রেখো না । আসক্তি থাকলে রাজত্ব প্রাপ্ত হবে না। গৃহস্থে থেকে শ্রীমৎ অনুসারে চলো তাহলেই আসক্তি দূর হয়ে যাবে । তোমরা তো গ্যারান্টি করেছিলে তাইনা -- যে, বাবা আপনি এলে আমরা আপনার হব । আমার তো একমাত্র আপনি। এবারে বাবার কাছে গেলে বাবা পুনরায় স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। বাবা প্রতিদিন তোমাদের শোনান। শোনাতে শোনাতে কত বছর কেটে গেল। এখন আর অল্পই সময় বাকি রয়েছে। ইনি হলেন বাবার লং বুট । বাবা পুরানো পাদুকা ধারণ করেছেন। বলেন বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের খবর শোনাই। আমি হলাম নলেজফুল, ব্লিশফুল, লিব্রেটর । সুখ কর্তা , দুঃখ হর্তা । তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে তত পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) রাজত্ব পদ লাভ করতে পুরোপুরি ভাবে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। কোনো কিছুতেই আসক্তি রাখবেনা। আমার তো কেবল একমাত্র বাবা... এই পাঠটি পাকা করতে হবে।

২) খারাপ শুনবেনা.... খারাপ দেখবেনা..... খারাপ বলবেনা.... বাবার নির্দেশন অনুসারে চলে মন্দির সম(পবিত্র) যোগ্য হতে হবে।

বরদান :- ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির আসনে একাগ্র চিত্তে বিরাজমান রাজ যোগী , স্বরাজ্য অধিকারী হও।

ব্যাখা: রাজযোগী বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিই হল আসন, কখনও স্বমানের স্থিতিতে স্থিত হও, কখনো ফরিশ্তা স্থিতিতে , কখনো লাইট হাউস , মাইট হাউস স্থিতিতে , কখনো প্রেম স্বরূপ মগ্ন স্থিতিতে । আসনে যেমন একাগ্র চিত্তে বসতে হয়, তেমনি তোমরাও বিভিন্ন স্থিতির আসনে স্থিত হয়ে ভ্যারাইটি স্থিতির অনুভব কর। যখন চাইবে মন বুদ্ধিকে আদেশ করো আর সঙ্কল্প করা মাত্রই সেই স্থিতিতে স্থিত হও, তাহলেই বলা হবে রাজযোগী স্বরাজ্য অধিকারী।

শ্লোগান - আজ্ঞাকারী হল সে যাকে সঙ্কল্পেও কোনো দেহধারী আকৃষ্ট করবে না ।